

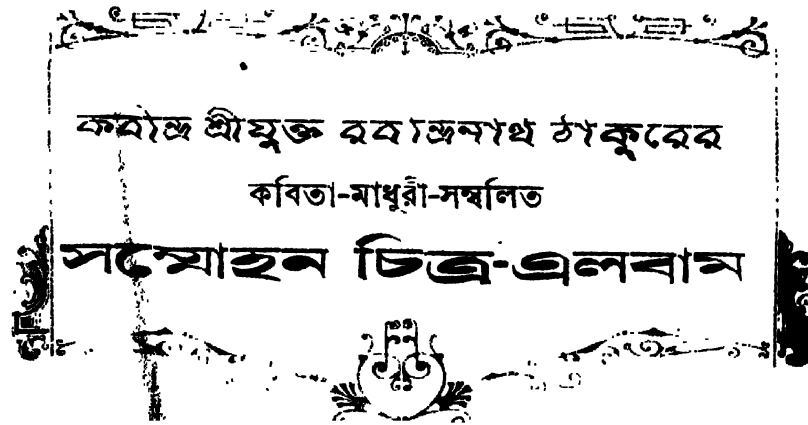






# শোভা

২০ ১ ৩২



শ্রীভবানীচরণ লাহা  
[সঙ্কলিত সুসজ্জিত]

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত  
বঙ্গুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে  
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

মূল্য  
১।।০ দেড় টাকা

কলিকাতা ১৬৬নং বহুবাজার স্ট্রীট,  
বঙ্গুমতী-স্নোটারী-প্রেসে  
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রাক্ষিক

শ্রীমান কণ্ঠ্যানিস ষ্টাট,

## নিবেদন

চারু-চিত্রকলার সেবায় অবসর বিনোদনের জন্ত—বিভিন্ন মডেলের বিভিন্ন ভঙ্গীর কতকগুলি ফটো লইতেছিলাম। তখন করুণা ছিল, অবসর মত এগুলির সাহায্যে চিত্র অঙ্কিত করিব। বন্ধুদের প্রীতিস্বত্ব সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একদিন সাফাং করিতে আসিয়া ফটোচিত্রের এলবামখানি দেখেন এবং ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্ত উৎসাহিত করেন। তাঁহারই আগতে, তাঁহারই প্রদত্ত “শোভা” নামে, তাঁহারই ব্যয়ে ও আয়োজনে, তাঁহারই পরামর্শ মত বিশ্বভারতী হইতে অনুমতি লইয়া বিশ্বকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কবিতা-পারিভাষ্য মাসুদী সমাবেশে ইহা স্মরণোচিত করিয়াছি। এখন ভরসা হয়, সৌন্দর্য্যোপভোগেচ্ছা শিল্পামোদি-সমাজে—শিক্ষিত-সমাজে “শোভা”র শোভা সমাদৃত হইবে। প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দেব বিশেষ যত্নে কবিতাগুলি নির্বাচিত করিয়া ছবির সহিত সুসঙ্গত করিয়া মিলাইয়া দিয়াছেন—এজন্ত তাঁহার নিকট আমি উপকৃত। নবীন শিল্পী শ্রীমান সত্যচরণ ঘোষ ফটো লইবার সময় আশাশুভে অনেক সাহায্য করিয়াছেন। যাহারা চারুচিত্রকলার সেবা করেন, এ সকল আদর্শ তাঁহাদের উপকারে আসিতে পারিবে বলিয়া মনে হয়।

২০৩ নং কণ্ঠ্যানিস ষ্টাট,  
বড়দিন, ১৯২৬

শ্রীভবানীচরণ লাহারী



# সঙ্গীত

ক্র	চিত্র	পৃষ্ঠা
১।	কমারী	১
২।	সম্বিক	২
৩।	গুহলক্ষ্মী	৩
৪।	গতিস্থান	৪
৫।	আবরণ	৫
৬।	সজল তরু	৬
৭।	অভিনাননা	৭
৮।	নীলব হাসি	৮
৯।	হারাবো গান	৯
১০।	বাণীর ডাক	১০
১১।	ছিন্নহার	১১
১২।	আহিরিণী	১২
১৩।	উপেক্ষিতা	১৩
১৪।	পূজার ফুল	১৪
১৫।	সুরের টান	১৫
১৬।	গোপন সুর	১৬
১৭।	সলিলাকন	১৭
১৮।	নৈবেদ্য	১৮
১৯।	কুজ-ডোর	১৯
২০।	অন্তরাগে	২০
২১।	মেঘানে	২১
২২।	যাতার পাশে	২২
২৩।	মরম-দোষ	২৩
২৪।	বাকুল বাণী	২৪
২৫।	তুলির লিখন	২৫
২৬।	প্রসাদ	২৬



ক্র	চিত্র	পৃষ্ঠা
২৭।	অশোক	২৭
২৮।	দ্বিধা	২৮
২৯।	প্রীতির স্মৃতি	২৯
৩০।	তুটি পাখা	৩০
৩১।	অভিনানে	৩১
৩২।	নিদ্রাভাব	৩২
৩৩।	শূন্য শয়নে	৩৩
৩৪।	অলঙ্কার	৩৪
৩৫।	সজল ইন্দ্র	৩৫
৩৬।	শিলা লীলা	৩৬
৩৭।	ব্যর্থ-নিশা	৩৭
৩৮।	ঘাটের পথে	৩৮
৩৯।	অঞ্জলি	৩৯
৪০।	গাগরীয়া	৪০
৪১।	চুতবল্লরী	৪১
৪২।	সবমে রাধা	৪২
৪৩।	দেবদাসী	৪৩
৪৪।	ক্রান্তা	৪৪
৪৫।	অর্ঘ্য	৪৫
৪৬।	মুকুরে	৪৬
৪৭।	পদরাগ	৪৭
৪৮।	প্রাণের আলাপ	৪৮
৪৯।	পথের ডাক	৪৯
৫০।	বংশীরবে	৫০
৫১।	আগরণে	৫১
৫২।	বেণী বাধা	৫২

ক্র	বিঃ	পৃষ্ঠা
৫৩।	বাঁধনহারি	২৭
৫৪।	পুষ্কারিণী	২৮
৫৫।	পসারিণী	২৯
৫৬।	সুর-সংকেত	৩০
৫৭।	মাগের নিপি	৩১
৫৮।	নবোটার লাঙ	৩২
৫৯।	বধুর চিঠি	৩৩
৬০।	কাজের মাঝে	৩৪
৬১।	অকপ-রতন	৩৫
৬২।	অশানে	৩৬
৬৩।	নিবেদন	৩৭
৬৪।	মন্দির-অঙ্গনে	৩৮
৬৫।	শুভ ও পূর্ণ	৩৯
৬৬।	বিনয়	৪০
৬৭।	রূপের অন্বেষণ	৪১
৬৮।	বিপণীত	৪২
৬৯।	শ্রম	৪৩
৭০।	চিঠি	৪৪
৭১।	বিশুদ্ধতা	৪৫
৭২।	চাঁদের আলো	৪৬
৭৩।	বাঁধা	৪৭
৭৪।	নিষ্কল জীবন	৪৮
৭৫।	হতাশা	৪৯
৭৬।	ভুলোর পীড়	৫০
৭৭।	'আন' মনে	৫১
৭৮।	চরকা	৫২



ক্র	বিঃ	পৃষ্ঠা
৭৯।	শুধা	৫৩
৮০।	কটীর-রাণী	৫৪
৮১।	দিশাহারি	৫৫
৮২।	পিছুর টানে	৫৬
৮৩।	কাণে কাণে	৫৭
৮৪।	মনের কথা	৫৮
৮৫।	প্রণাম	৫৯
৮৬।	মাল্যদান	৬০
৮৭।	পথের দেখা	৬১
৮৮।	আকাশ-কস্ম	৬২
৮৯।	প্রেমের স্মৃতি	৬৩
৯০।	বনের পাখী	৬৪
৯১।	ঘোবন-বাণী	৬৫
৯২।	উদাত্ত মন	৬৬
৯৩।	স্বপ্নরূপ	৬৭
৯৪।	জাগ্রত স্বপ্ন	৬৮
৯৫।	নদীকূলে	৬৯
৯৬।	উড়ো পাখী	৭০
৯৭।	পথ চেয়ে	৭১
৯৮।	বিশুদ্ধতা	৭২
৯৯।	শরৎকাল	৭৩
১০০।	যাবার বেলা	৭৪
১০১।	তন্ময়	৭৫
১০২।	বকের নীড়ে	৭৬
১০৩।	উপেক্ষিতা	৭৭
১০৪।	আবাহন	৭৮

## ত্রিদশ চিত্র সূচী

- ১। স্নেহের খেলা
- ২। হাটের ফেরত
- ৩। নাচনাওয়ালী
- ৪। নীড়-হারা
- ৫। পূজাস্তে
- ৬। তরুণীর লাজ





ਭਾਸ਼ਿ (੧) ਸਭਨਾ ਭਾਰਨੀ ਕਰਿਸਾ ੨੦, ੨੦੨੨-੨੦੨੩ ਦੇ ਸਾਲੀ ਭਾਰ

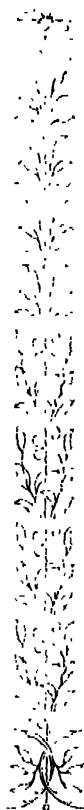
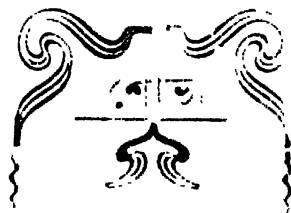
ਭਾਸ਼ਿ ਭਾਸ਼ਿ (੨) ੨੦੨੨-੨੦੨੩



কুমারী



“পাশ্চাত্যিক নরক বন্দে,  
দাড়াইল ভীষণ বন্দে,  
খিত নৈমিত্ত চাইত শকসনা  
কুমারী কে কৌণেয় বসনা।”



সেবিকা



“সে আঁখি পলাইলি,      ক’জন হৃদয় ক’হিলি,  
সেবিকা      হ’ল মন ম’লনা  
কুল কল, গাঁপি ম’লা,      সাড়া ক’লি ন’দ ম’লা,  
অশ্রুদ্রবক করি ব’ অ’লনা।”





“সে নহে সাবিদা, সাবু, দমকী, মনো--  
চিরোজ্জ্বল দেবী যদি কবিতা মাকরে;  
লয়ে ক্ষুদ্র স্তম্ভে অংশ মমতা ভকতি  
সে শুধু গো গৃহলক্ষ্মী দবিজ কটিলো।”



“—সবু হোমাব কল্ল যখন  
কলে আমাব বাক্সে,  
অমকি দাঁড়াই, সব ভুলে যাই  
চলেছি কিমেব কাছের।”





ଫିଲ୍ମ ବାବେ ଗର୍ବିତା ଦାସ,  
ଉପର ଓ ତଳେ ଓ ଗର୍ବିତା ଦାସ ଗର୍ବିତା ଦାସ  
ସେ ଗର୍ବିତା ଦାସ ଓ ଗର୍ବିତା ଦାସ ଗର୍ବିତା ଦାସ  
ଗର୍ବିତା ଦାସ ଗର୍ବିତା ଦାସ ଗର୍ବିତା ଦାସ

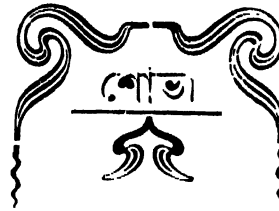


ଫିଲ୍ମ ବାବେ ଗର୍ବିତା ଦାସ,  
ଉପର ଓ ତଳେ ଓ ଗର୍ବିତା ଦାସ ଗର୍ବିତା ଦାସ  
ସେ ଗର୍ବିତା ଦାସ ଓ ଗର୍ବିତା ଦାସ ଗର୍ବିତା ଦାସ  
ଗର୍ବିତା ଦାସ ଗର୍ବିତା ଦାସ ଗର୍ବିତା ଦାସ





“কব না” আন কণা  
 গুমে মরুক বুকে বহু বার্ষিক গাভীর গা,  
 কষ্ট আমার বইবে তব  
 অপমানের মৌন নারবতা।”



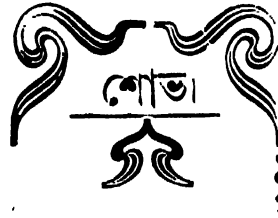
—“গোলাপ কলি গোপনে ফটে  
 কোমল তার অধর পটে  
 নারদ হাসি ফটিয়া উঠে  
 গুটিয়া নিতে হৃদয়ে।”



হারাগো গান



“মোর এ বাণা আজি  
কোন সুরে উঠে বাজি।”



বাণার ডাক

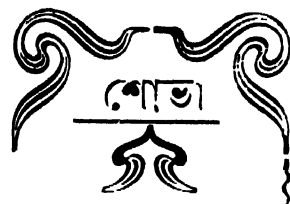


“বিশ্ব যখন নিদ্রামগ্ন  
গগন ভাঙকাণ  
কে দেয় আমার বাণের ডাক  
এমন স্বপ্নাত।”





-ফিরে লও রূপ মনোরম  
যৌবনের সৌরভ মধুর  
মানবের দৃষ্টির বাহিরে  
লয়ে যাও মোরে বহু দূর !"



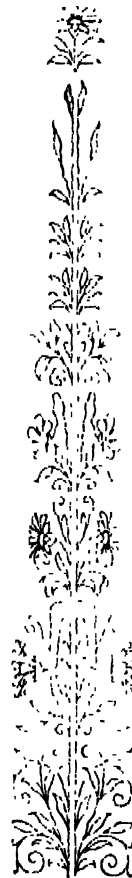
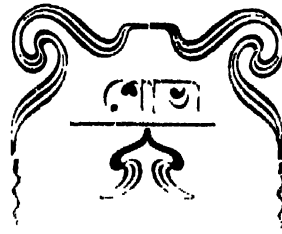
-আজি হ'য়েছিল তুল  
তুলি নি পূজার ফল  
শেষে মলিন ডকলে ঝরা ফল তুলে '  
ঐপিভলে ধুয়ে গেনেছি ।"



ଭୂତ ଡୋର



— ଶ୍ରୀ ଯେନ ନିଶା କୁଳୀ —  
 ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଡାକ୍ତରୀ କାଳୀ



ଅନ୍ତରାଳ











“একটি প্রদীপ্ত মেঘছায়া

অন্নান উষার অপেক্ষায়

খান্নে তার রহিব বসিয়া

কোরক জীবন যাপি হায় !”



—“তুমি যখন ঘুরাও ব’সে খাতা—

’ হয় ত’ পড়ে তোমার মনে, ‘ভাগ্যচক্র’ এই ভুবনে  
কাদের হাতে ঝপে দিয়েছেন দাতা !”

■



শ্রী রত্ন  
উঠিয়ে খাজি তত্ব-রাতি  
মোহন অঙ্গুর

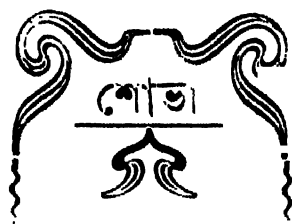


দবল যে দিন অ'বে তোলা'র হুতা  
দ'দিন ক'মি কি দন দেবে উজারে





—“কনক-পাণ্ডে ভব  
নিভা জীকিব নব  
কুঙ্কম-চন্দন-রঙ্গীন রেখা—  
নধনের অঙ্গনে কল্পনা লেখ।

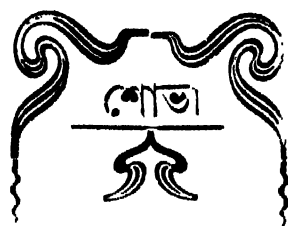


‘জামার মাথার একটি কুমুদ  
ভালে দিও গো’ দি।



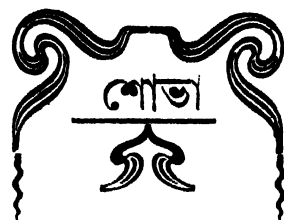


—“মৎ ৫৫,  
তুই মম স্থান সমান !”—



“আসতে যে চায়  
সন্কেতে তায়  
তাড়াই বায়ে বায়ে বায়ে !”.





“সেই চাপা সেই বেল-ফুল !  
কে তোরা আজি এ প্রাতে  
এনে দিলি মোর হাতে,  
জল আসে আঁখি-পাতে  
হৃদয় আকুল !”



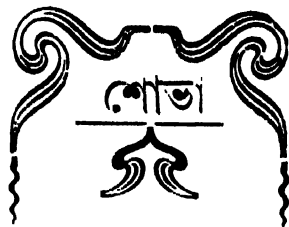
“খাঁচার পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে  
বনের পাখী ছিল বনে,  
একদা কি করিয়া মিলন হলো দৌড়ে  
কি ছিল বিধাতার মনে !”



অভিমাণে



—“বিদায় করেছ যারে নয়ন-জলে  
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে!”



১৬

নিদ্রাহারা

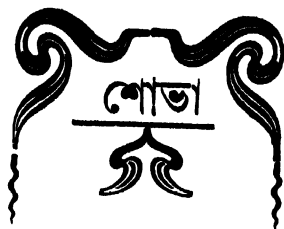


“আমারে এমন করি  
ভাবিতে পারিতে যদি  
বসিয়া একেলা!”





—জাগরণ কৌণ  
বদন মলিন  
আগিয়া দেখিবে সে—

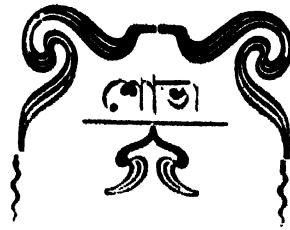


—“নব বসন্তের ঘেন কুটন্ত অশোক  
ঝরিয়া মিলিয়া গেছে ছুটি রাঙা পায় !  
তরুণ উষার বত অরুণ আলোক  
নুটিয়া পড়েছে ছুটি চরণ-ছায়ার !”





“রক্তশালাতে ঘাই  
ভুয়া বঁধু গুণ গাই  
ধঁয়ার ছলনা করি কান্দি



যে সংঘে সংস কর চূর্ণ কর নারী  
সেই সংঘে চেঁরি পুন নব সৃষ্টি তব !”





—“পাইনে আমার আগার সাথী  
অম্বনি পেল সারা রাত্তি।”

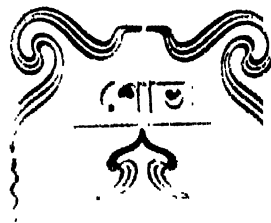


—“কথা তারে ছিল বলিতে—  
চোখে চোখে দেখা হ’ল  
পথ চলিতে।”





"আমার পানিপানি যার শনি থাক ভেঁটা চলে  
আছে অঞ্জলি মোর দাও না পরে।"



"সকল কই"



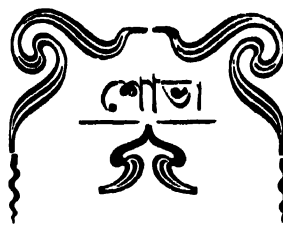


“—আমরা হৃ'কনে নাচিয়া গাহিয়া  
জীবনের পথ ভুবনে বাহিয়া  
চ'লে যাবো হাসিমুখে।”





—“আমায় সকল রকমে কাড়াল করিয়া  
গর্ভ করেছে’ ছর !”



—“চাহিয়া আঁথির কোণে  
তুমি হাস মনে মনে  
আমি তাই লাজে বাই মরিয়া !”





—“প্রেমে অধীরা, কণ্ঠ নদিরা,  
পর্যণ পাক্রে, এ মধুরাক্রে ঢাল গো—  
নয়নে বসনে ভুষণে নাচ গো!”

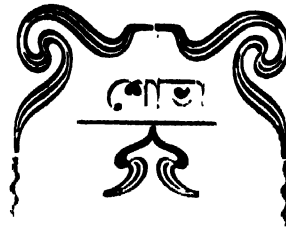


—“কে যেন চেনা সুরে সহসা উঠে ডাকি,  
থমকি আধ-পথে চমকি চেয়ে থাকি,  
দাঁখিতে চাই তবু চকিত ভয়ে আঁখি!”—





‘পড়ার ভাবে তুমি উঠে যে থাকিল  
পূজিব তব পিতা কি দিয়ে



—‘মুকুরে হৈবসি মথ  
উপজিল মহা মথ  
মনে হ’ল এ রূপের নাহি আর তুলনা।’



পদরাগ



“প্রতি সন্ধ্যাবেলা—  
অশোক অলঙ্কারে চিত্রি পদতল  
যদি চ'খে লাগে তার ভাল !”



২৪

প্রাণের আলাপ

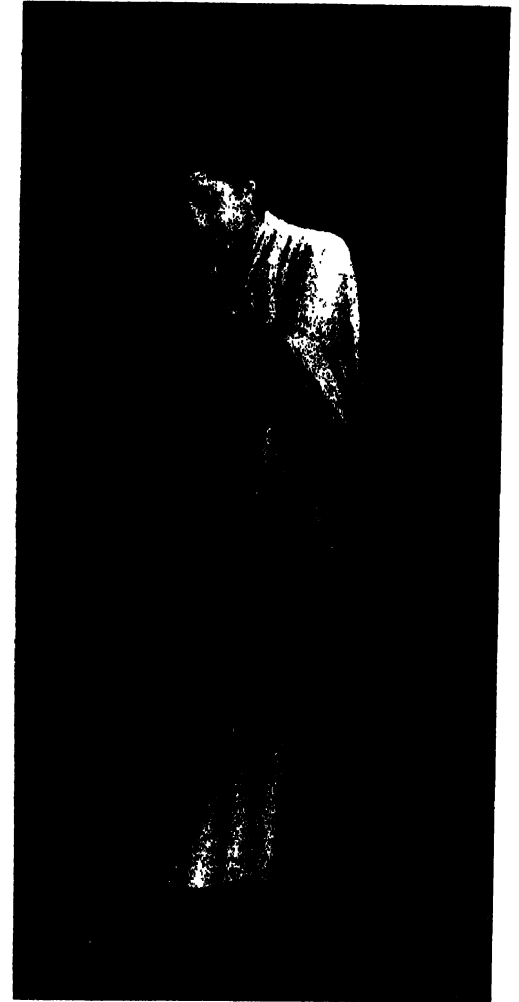
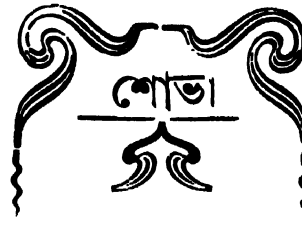


—“কণ্ঠ আমার হারিয়ে গানে,  
কবুবে শুধু প্রাণের আলাপ  
কেবলমাত্র সুরের টানে !”





“পথের হাওয়ায় কি স্রব বাজে  
ডাক দিয়ে সে যায়  
বাজে আমার বৃকের মাঝে  
বাজে বেদনায়!”

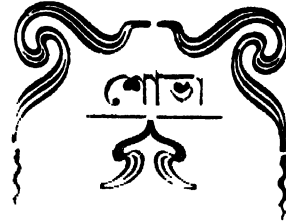


—“ওই বৃষ্টি বাণী বাজে  
বনমাঝে কি মনোমাঝে—”





‘একদা রাতে নবীন সৌবনে  
অপন ত’তে উঠিছ চমকিয়া  
কণ্ঠ হয়ে এসেছে শুকতারা  
আকাশ পানে দেখিছ নিরখিয়া।’

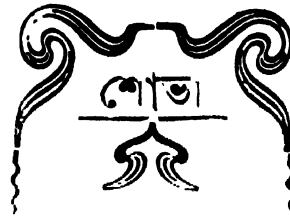


হৃদি গঞ্জিত বেগী বিনোদিনী  
বেগে দিল নিজ হাতে।’





—“পাছে বায় উড়ে যায় গো  
আমার বুকের ঐচ্ছনখানি  
ঢাকা থাকে না ছায় গো  
তারে রাখতে নারি টানি।”

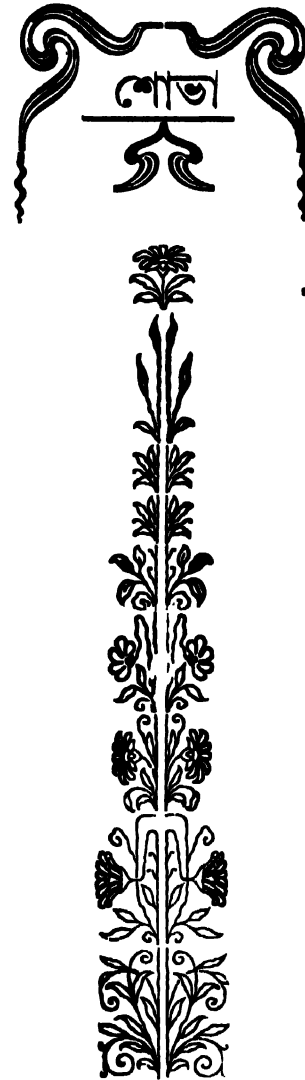


“এস শুভদে, দরদে আমা!”





—“ওগো পসারিণী,  
দৃষ্টি পথে উড়ে তপ্ত বালি  
দাঁড়াও যেয়ো না আর,      নামাও পসরা-ভার,  
মোর হাতে দাও তব ডালি।”

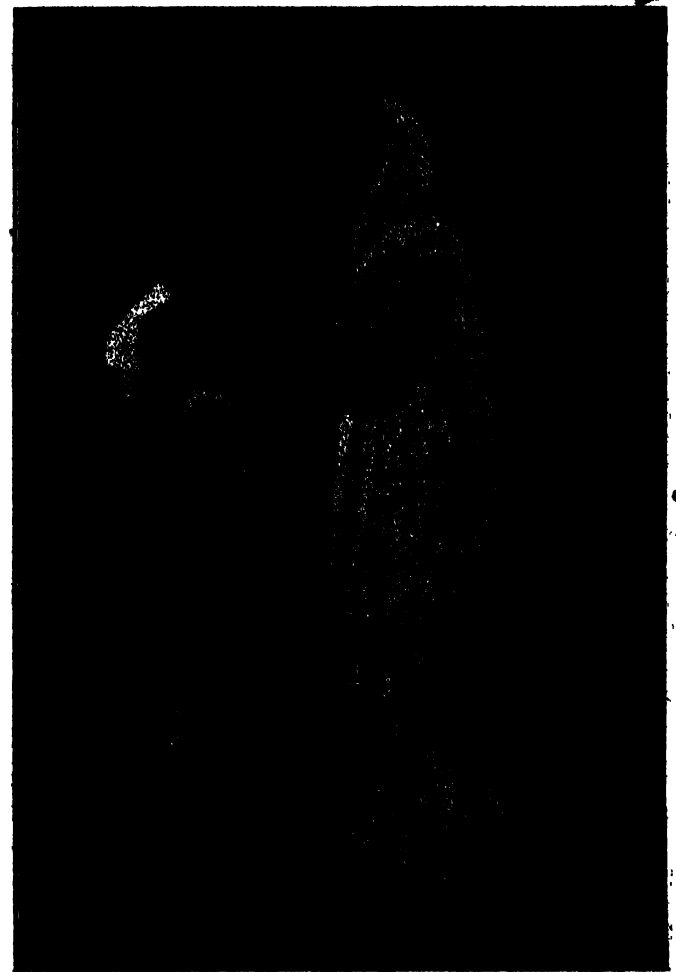


—“তোমার নয়ন আনায় বারে বারে  
বলেছে গান গাঁহিবারে !”





—“ধন-ধনা-ধন-ধন,  
এ ধন যার ঘরে নেই তার  
রুখাই জীবন!”



—“ও মা লজ্জা কিসের?  
ছি,ছি, লজ্জা কারে!”

■

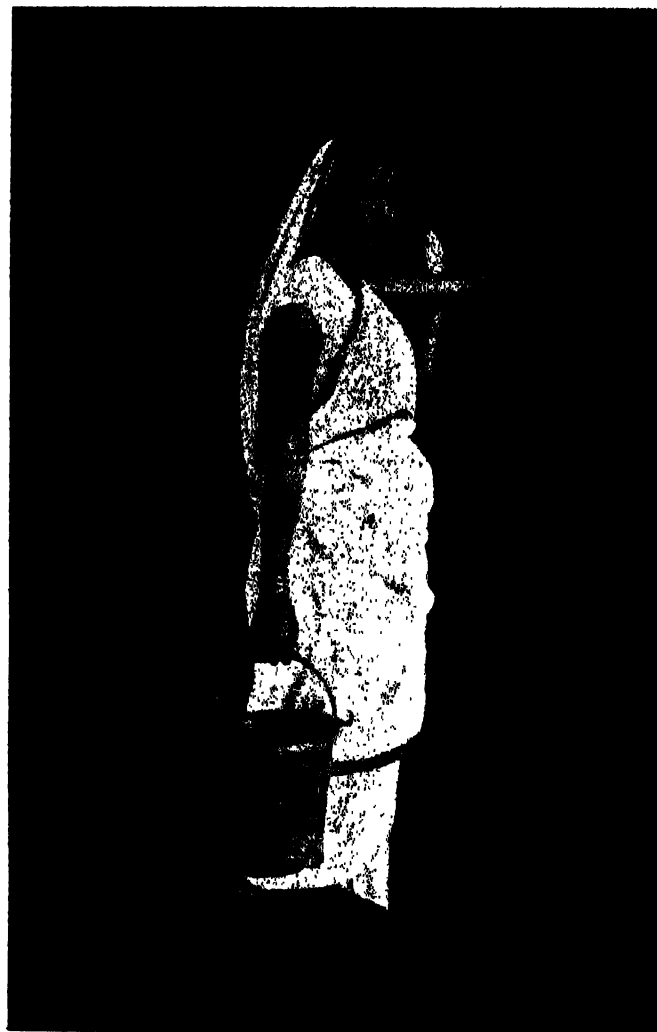
বধূর চিঠি



—“ননদিনী পিছন হ’তে হেসে  
বধূর চিঠি লুকিয়ে প’ড়ে এসে।”

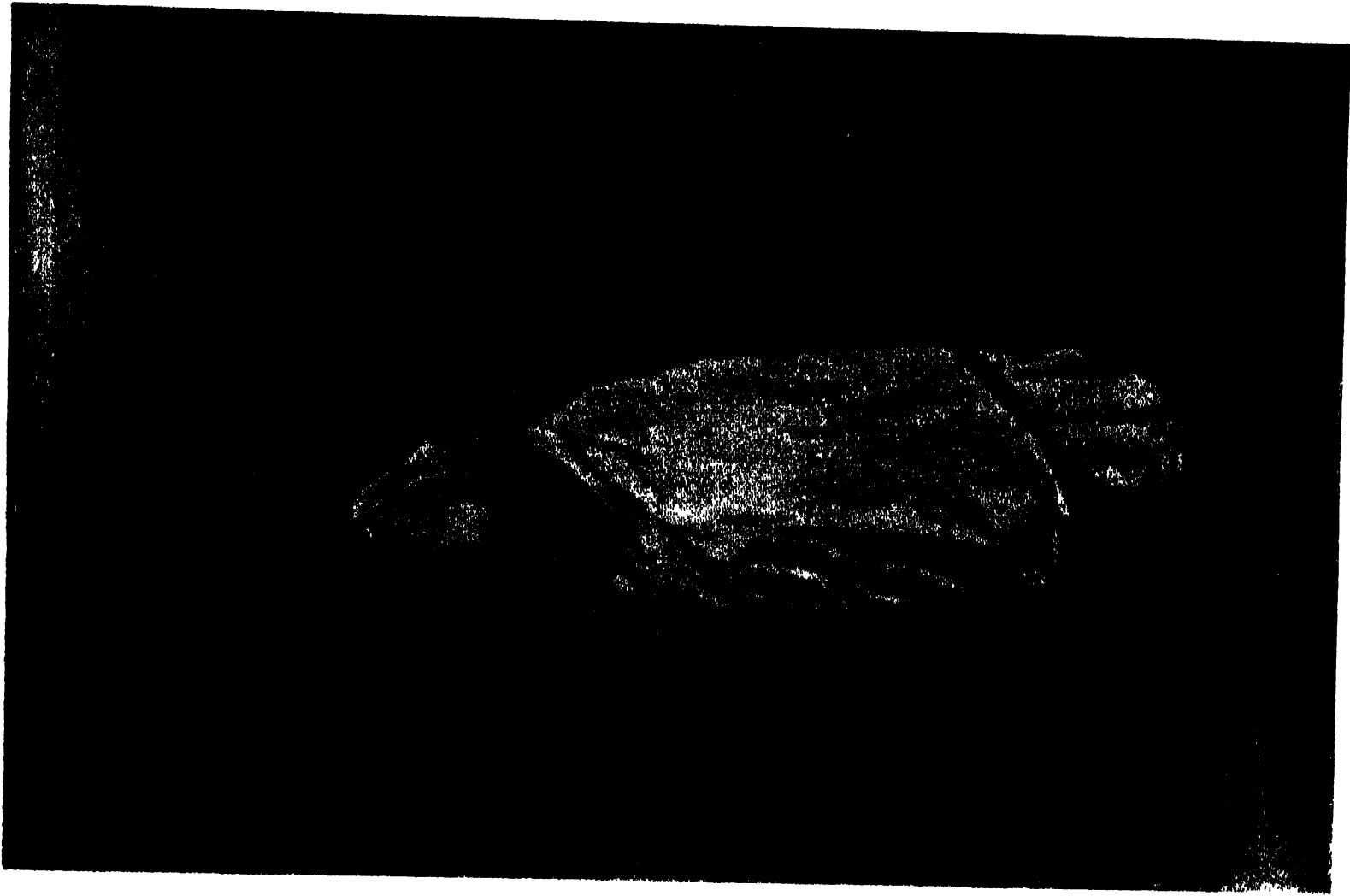


কাজের মাঝে



“আমার বাথবে যদি কাজের ডোরে,  
কেন পাগল কর এমন ক’রে।”



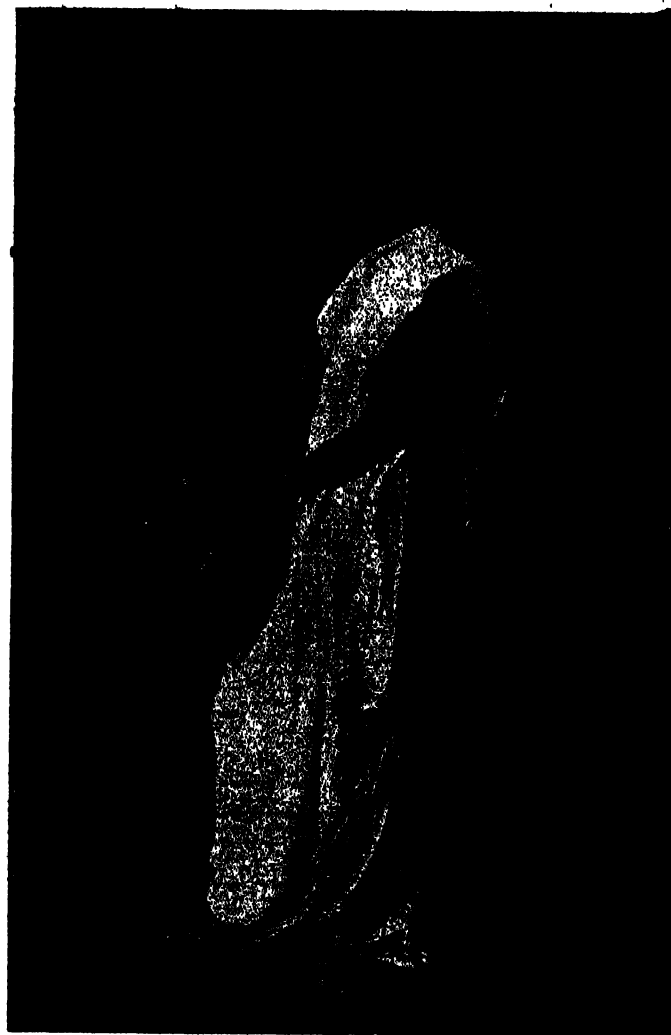


—ওরে আদাম নৌড়-হারাণে! অসীম-কালের উলস-পাখি  
আমি আনবে মায়ের মতো যুক্তুর নৌড় লুকিয়ে রাখি।”



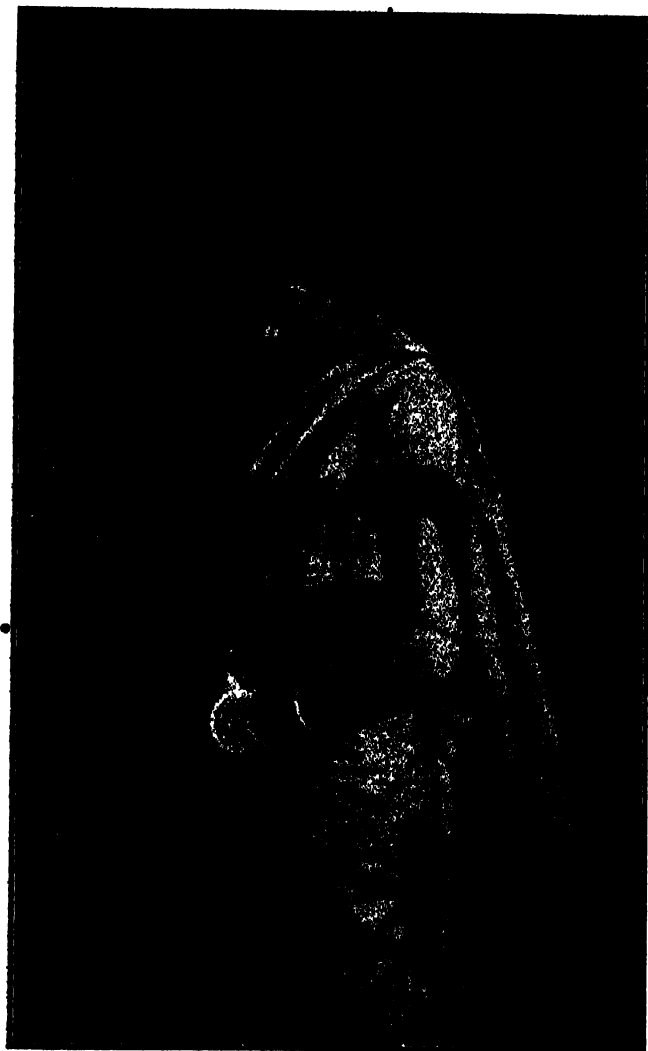


—“রাতি এসে যেখায় মেশে দিনের পারাবারে—  
তোমার আমার দেখা হ’ল সেই মোহানার ধারে।”

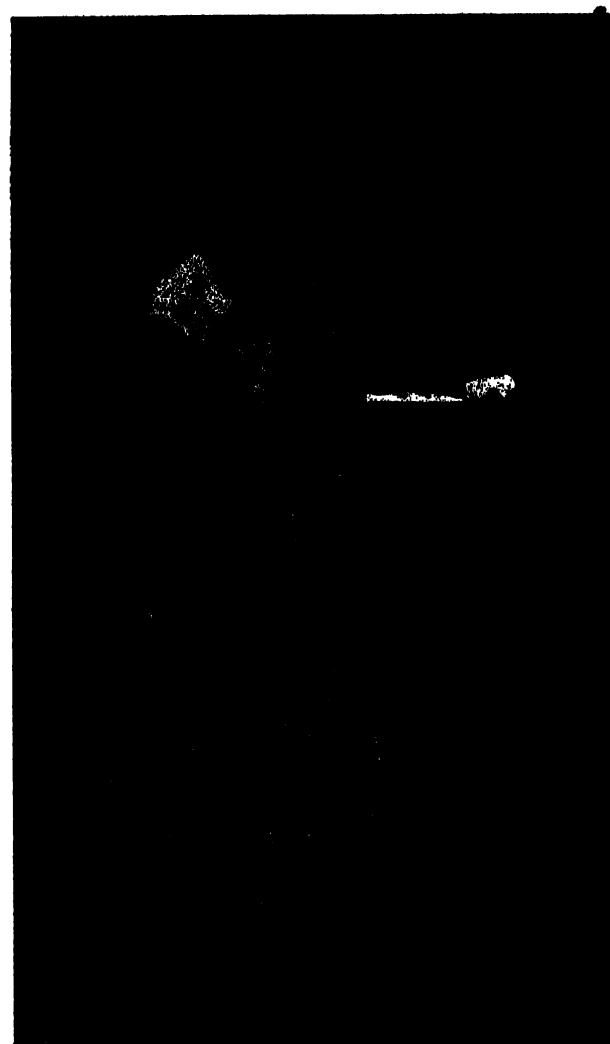


—“সকলি স্মরণ’ হায়,  
এবার নিভাতে হবে চিতা।”



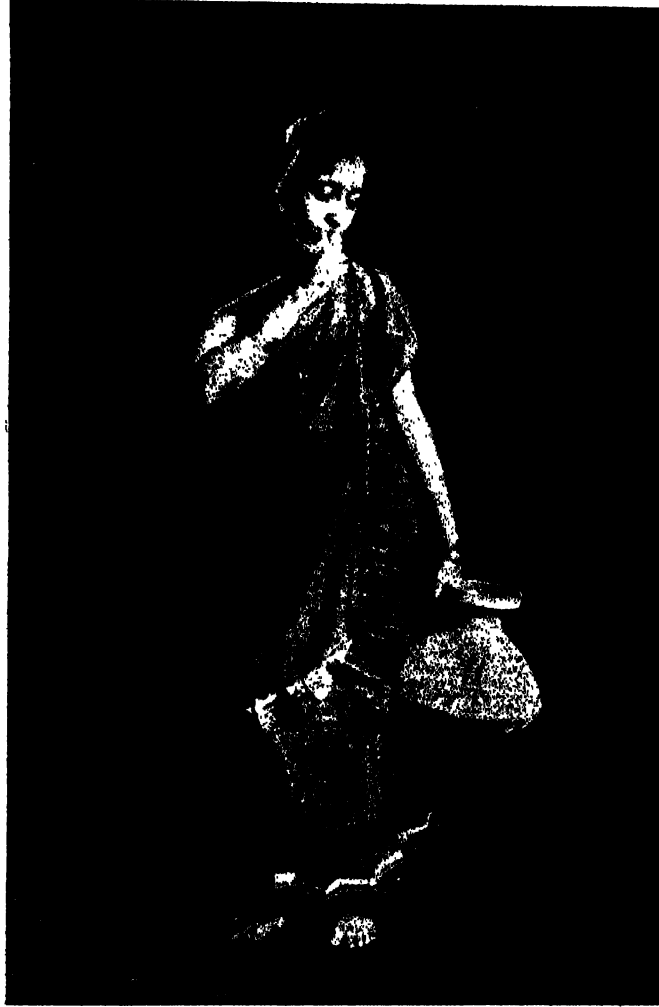


—“আমার এই দেহখানি তুলে’ধর  
তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ-কর—”

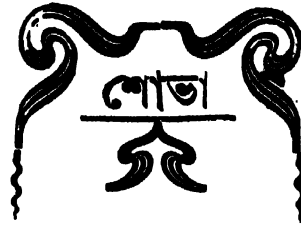


“এনেছে ঐ শিরীষ বকুল আমার মুকুল  
সাজিখানি হাতে করৈ।”





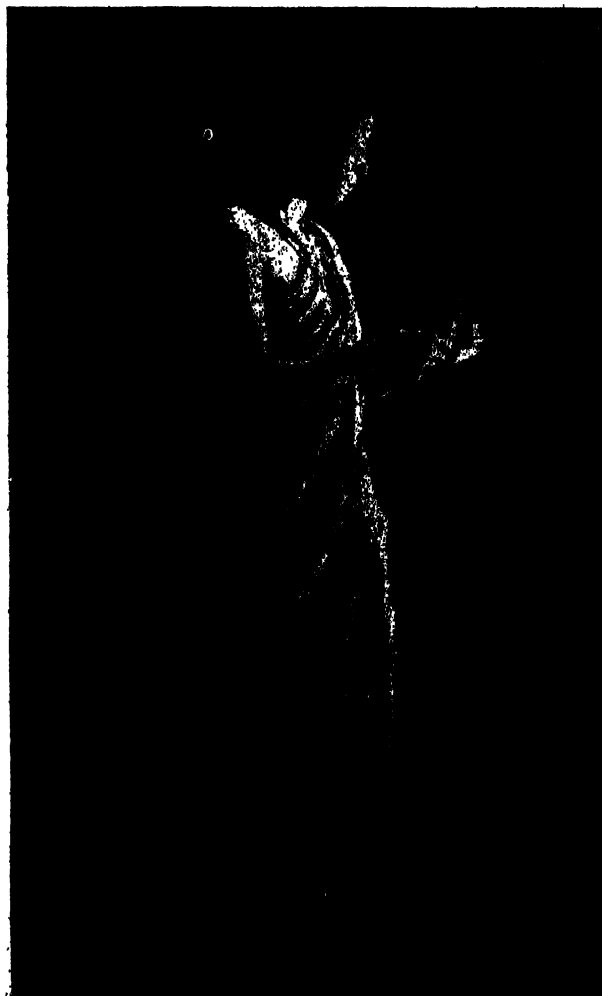
—“তোমারি অর্পণভঙ্গার নির্ঝঞ্জে  
মটির এই কলস আমার  
ছাপিয়ে গেল কোন্ ক্ষণে !”



—“এ বেলা তোর মনের ঝড়ে  
পুজার কুম্ভের ঝরে পড়ে  
যাবার বেলায় ভ'রবে খালার  
মালা ও চন্দন !”



কীণের আলো

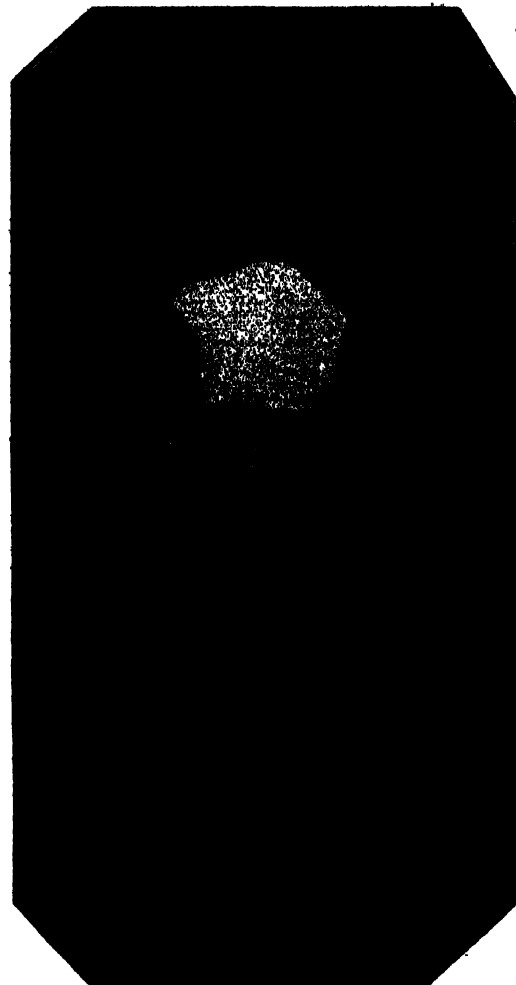


—“সেই আলোটি নিমেষ-হত  
প্রিয়ানুব্যাকুল-চাণ্ডার মত,  
সেই আলোটি মারের আগের  
ভয়ের মত দোলে।”



৩৪ .

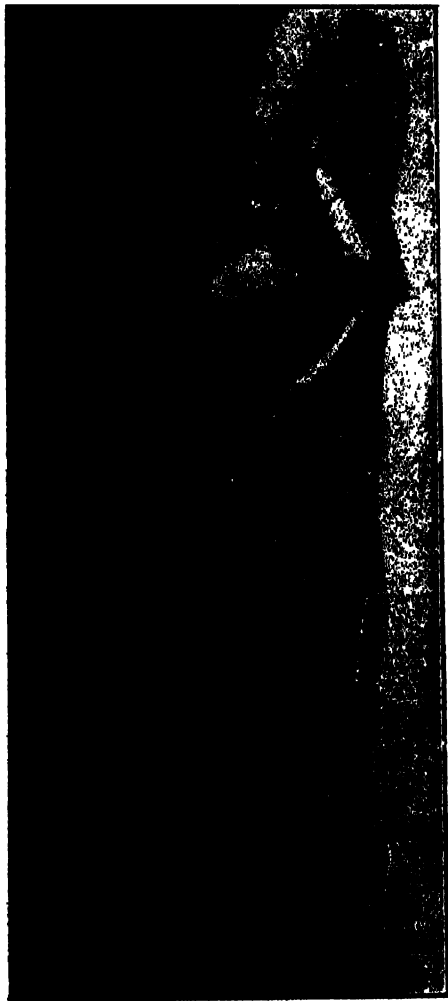
বিশ্রীত



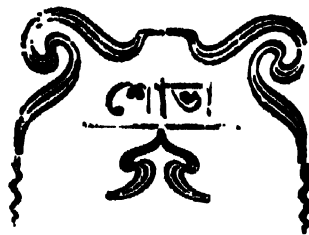
—“কিরে চল্ মাটির টানে  
যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে  
স্থির পানে।”



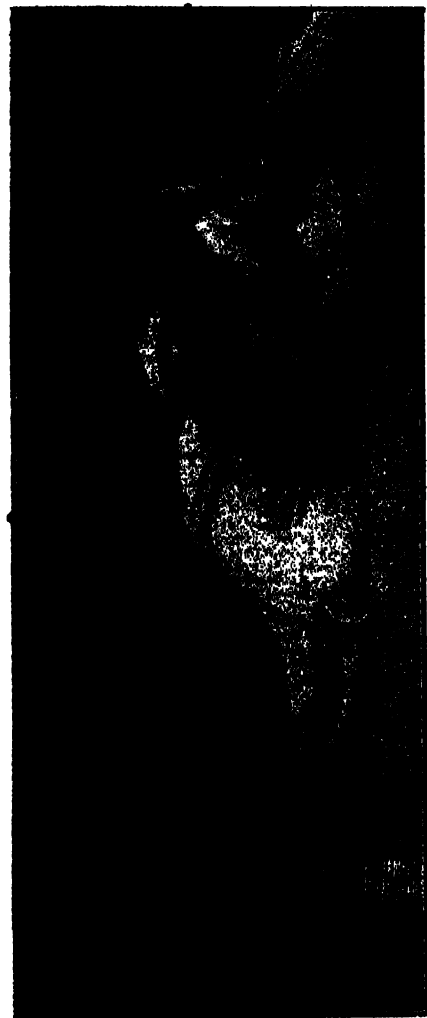
শরনে



—“কমল-ফুল বিমল শেজখানি  
বিলীন তাহে কোমল তুলনা  
স্বপ্নের দেশে রূপন যেন মন্দির।



চিঠি

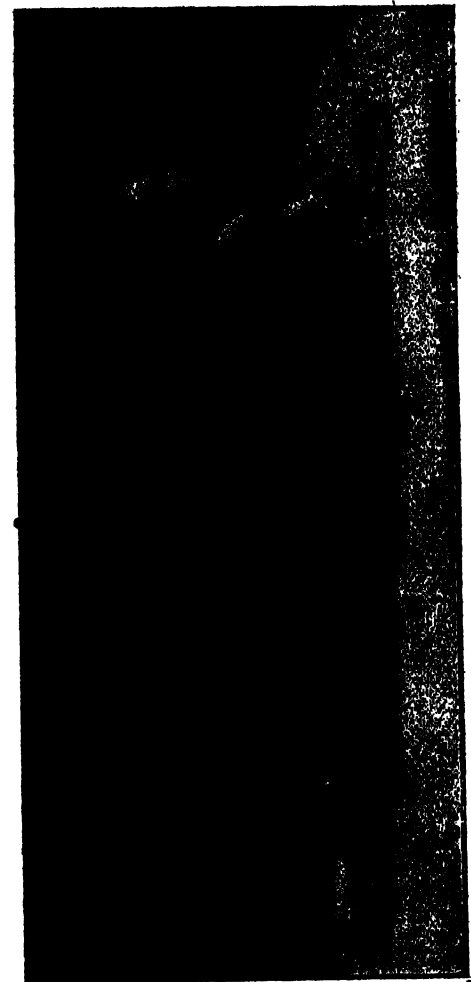
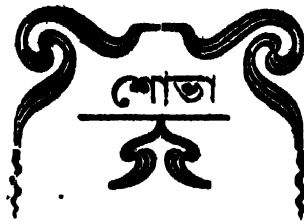


—“না জানি আজ দেখেছি কুরূপ  
পেয়েছি তার চিঠি।”





-“শিখিরাছি ধনুর্বিজ্ঞা, কিন্তু শিখি নাই  
মনের পুষ্প ধনু, কেনে বীকাত্তে  
হয়; নরনের কোণে!...নারী হ’য়ে  
না যদি জিনিতে পারি পুরুষের মন  
বুঝা বিজ্ঞা বত!.....”



-“ওই চাঁদের আলোতে তুমি  
হেসে গলে যাও!”



বাধা—



“এ যে চলে যেতে বাধে চরণে - ”



নিষ্ফল জীবন—



“শুধু হৃদনেরই খেলা,  
ঘুম না ভাঙিতে, আঁখি না মেলিতে,  
দেখিতে দেখিতে ফুরায় বেলা!”



হতাশা



“আর কেন মিছে আশা, মিছে ভালবাসা, মিছে কেন তার ভাবনা ;  
সে যে, সাগরের নদী, আকাশের চাঁদ- আমি ত তাহারে পাব না !”



ভুলোর পাঁজ



“ওরে আমার এক ফোঁটা এই খেত পালকের ভুলোর পাঁজ,  
কেমন ক’রে এমন হতো লুকিয়ে রাখিস বুকের মাঝে ?”



আন' মনে



“ছিল এলায়ে সে কেশরাশি,  
ছিল ললাটে দিবা আলোক, শাস্তি অতুল গরিমা ভাসি,  
তারু কপোলে সরস, নয়নে প্রণয়, অপরে মধুর হাসি।”



৩৯

চরকা



“চরকা আমার স্বামী-পুত্র, চরকা আমার নাহি,  
চরকার দোলেতে যোগে জগারে বাধা হাতী!”





“ଦୟାସମ୍ପାଦନା ନିମିତ୍ତ ଆକାଶେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗାଏ  
ସମସ୍ତ ସମୀପେ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପାଦନା ଚାହେଁ :”



ଶୋଭା



“ସମୀପେ ଆମର, ଗୁଡ଼ିଆ ଆମର, ଆମର କୃତାର ରାଗୀ,  
ଜନନୀର ସ୍ନେହ ନିବନ୍ଧନ ଗା ଗୋ ଆମର ଆଶାର ପ୍ରତିମାସାମି !”





—মল্লিন্দ্র আজ ক'ন দেবতার গল্পের দ্বিগ্নে লজ্জা  
উলটি ক'রে গেল দ্বিগ্নে অনার পূজার থালা।

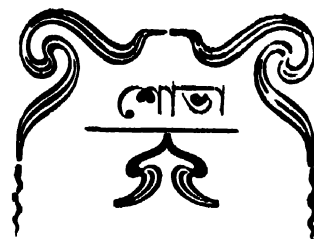


দিশাহারা

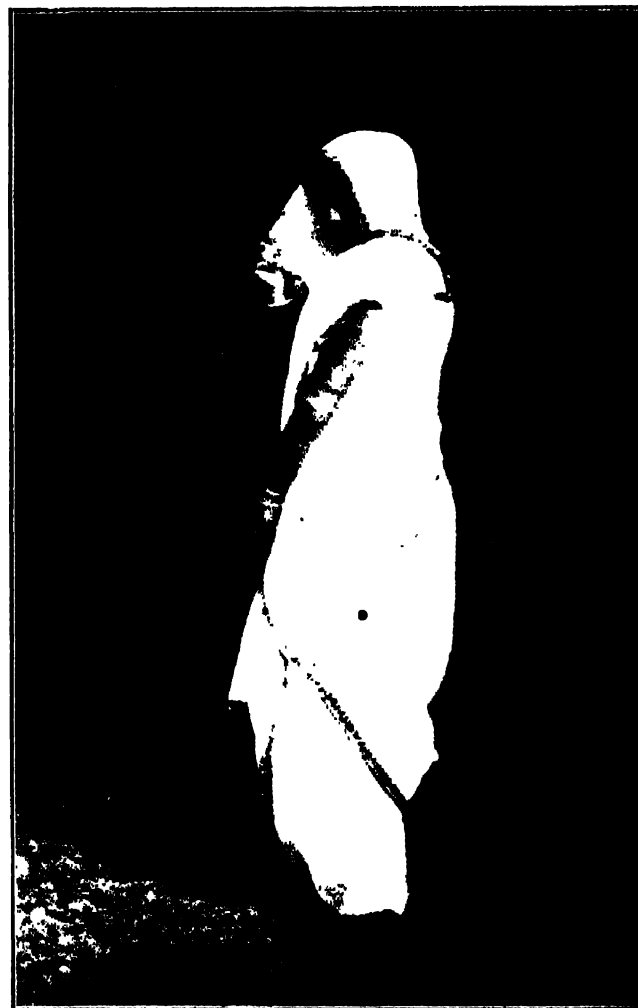


“কেমনে আছি কেঁচে সবি কল.

হারাই দিশা কে অগি কে কল ?”



পিছুর টানে



ওগো পিছন ককণ শুনে তোমার বাঁশা ঘুরে' ঘুরে'

• • কেন উদাস বিষাদ আনে তকণ প্রাণে ?”



কাণ-কাণ



বৈদ্যসাগরে বসিবার আভিজাত্যে

কথা গাজি ছই চানি



৪২

মনের কথা



মনমন্দিরী বোনো নগরে

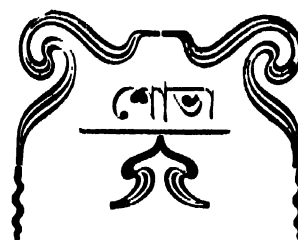
ভ্রমেছে রাই রাই মন্দিরী কক্ষ-কল্ল-সাগরে !





আমার মাথা নত করিল দাঁড়।

গানাদ চরণ পদাধি

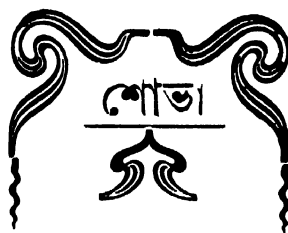


“মত্রে গাথা পুষ্পভূমি, ই চরণে দিলান ভূমি ;  
উজ্জ্বল পদাধি যথা ‘আপনি’ পড়ে মুয়ে !”





আমার মনে দেবে হ'ল পাথের দেথা তব,  
চ'খে চ'খে পড়ল বাদ,  
পরাণ ভ'রে জাণব মম তিয়াস নব নব !"



"ওই নরনের দৃষ্টি আমার গম নে ঘিরে !  
সকল চিন্তা কাজের পথে, গ্রামল সজল ছায়া পড়ে,  
শান্তনু যেখে ঢাকল' আমার স্বপনটিরে ।"



প্রেমের স্মৃতি



"তোমার আপন হাতের দেখা পেয়ে উপহাস  
এ মোর অলঙ্কার



বনের পাখী

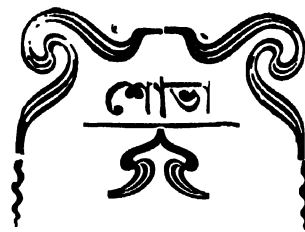


'ওরে আমার বনের পাখী !  
' আমার বনের গোপন কোণে  
আমরে আয় গুঁকিয়ে গীতি !"





সামান্য সৌন্দর্যকে গভীর হৃদয়ে কারি ভাব  
এই সৌন্দর্য চোরে,  
[দল বাজার মত লকাতো বাজিছে কোথ  
হৃদয়ে পিস সোণ।]"



"প্রদয় আমান হৃদয়ের মত স্তন্যাস বিখ্যাপি  
এক নিম্নিয়ে চুটল কোথা অমৌন বিহারী।"





রূপের মাপের  
নিখিল হয়ে গেল



"নিদ্রা হারা নয়ন মেলে এই যে এমন চেয়ে থাকি,  
তোমার রূপের স্বপ্নে ভগ্নো ধূম জানে না আমার অগ্নি।"



নদী কুলে



“কত আনন্দ কাকন লেগে

নদীর ধারে উল্লসে জেগে

খড় ল মনে কার সে আনন্দের গর!”



৪৮

উড়ি পাখা



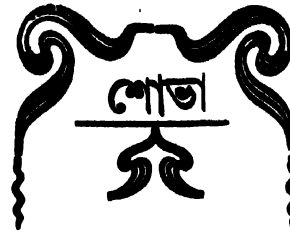
“বল রে পাখী, কোথা ত'তে এলি রে তুই উড়ে,  
বসলি কেন আমার হাতে অঙ্গথানি জুড়ে?”



পথ চেয়ে



“দিবস গণিয়া গণিয়া বিরলে  
বসে আছি নিশিদিন  
ঈশ্বরি মেলি পথ পানে চেয়ে—”



৪৯

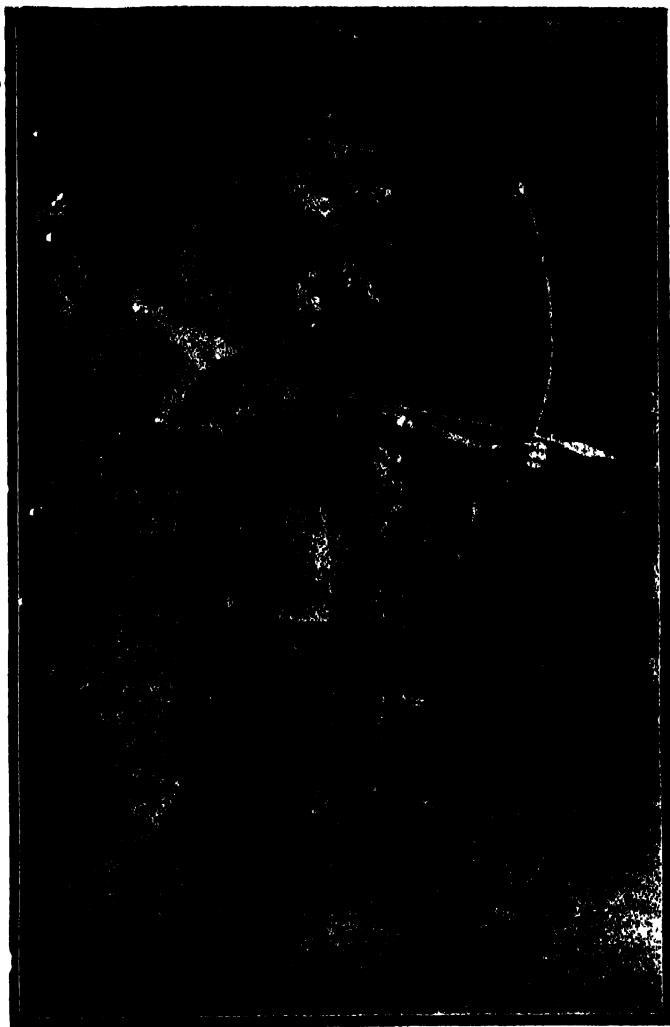
বিহঙ্গ দূত



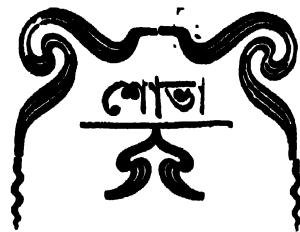
“বল রে বিহঙ্গ নোরে বল,  
সে 'ত' রে আসিবে কিরে  
গানবেসে করেনি ত' ছল ?”



শর-সংকান



“সামিবে অবাথ লক্ষ্য নিজ ভজবলে—”



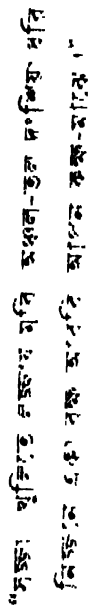
৫০

যাবার বেলা



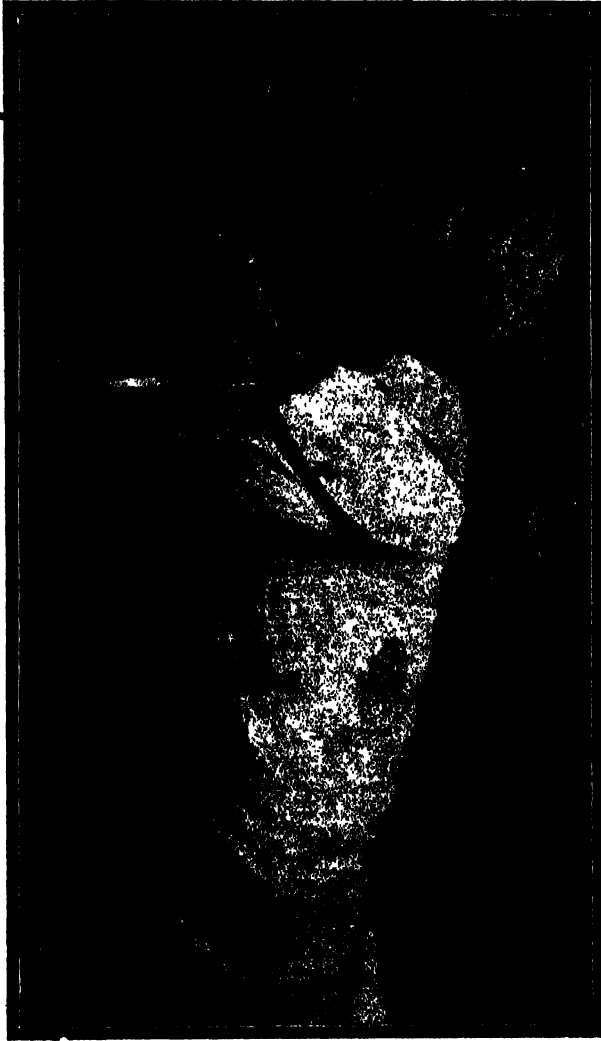
“আবার কেন ডাকিছ মোরে বধু ?  
প্রাণের কোন্ আশার কুল, উড়ল করি কুটেবে ফুল,  
ডাকিছ বন্ধি লাগসি সেই নধু ?”



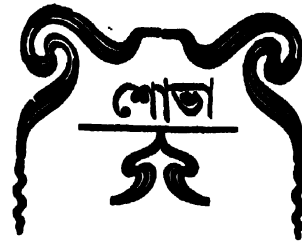




তপস্বয়



“এ মোহ-আবরণ গুলে দাও দাও হে—  
হৃদয় মুখ তব দেখি নয়ন ভরি,  
চাও হৃদয়মাঝে চাও হে !”



৫১

বুকের নীড়ে



“ওরে মোর নীড়স্বরা সঙ্গিহীন পাখী,  
আমার বুকের নীড়ে আয় তোরে রাখি !”



